

# ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୋଳୋଽମ୍ବର ବିଧି

[ଅଗ୍ନିଷାମ ବିଧି, ବହୁଦାମ୍ବର, ଦେବତାମାନ ଏବଂ  
ସାମୁଦାୟିକ ବିଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟା ମଧ୍ୟ]

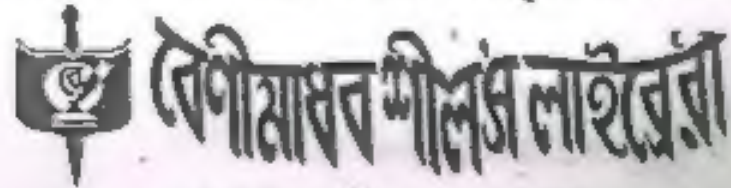


ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ  
ଦ୍ଵାରା ମଢ଼ାନ୍ତି ।

# শ্রীশ্রীদোলোৎসব বিধি

[ অধিবাস বিধি, বহুৎসব, দেবদোল এবং ফলদান বিধি ও ফর্দমালা সহ ।

বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ ও পূজাপদ্ধতি গ্রন্থ প্রণেতা  
পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংকলিত ও  
শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্তী কর্তৃক সংশোধিত।



১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০০১

মূল্য : ৪০.০০ টাকা

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধিবাস বিধি.....	৫
অধিবাস ক্রিয়া ও আচমন.....	৬
বিক্রমচরণ.....	৬
হস্তিবাসন.....	৭
হস্তিনুত (ত্রিবেদীয়).....	৮
সাক্ষ্যমন্ত্র ও সঙ্কল্প.....	৯
সঙ্কল্পনুত (ত্রিবেদীয়).....	১০
সমন্যার্থী স্থাপন.....	১০
হাট পূজা.....	১১
বিদ্যাপন্যাস.....	১২
মাত্তততবলি.....	১২
কৃতপন্যাস ও আসনগুহি.....	১৩
গুপ্তপার্শ্ব প্রণাম.....	১৪
পুষ্পগুহি ও করগুহি.....	১৪
পঞ্চগব্য শোধন ও প্রমাণম্.....	১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র (ত্রিবেদীয়).....	১৫-১৬
পদোশানির পূজা.....	১৭-২১
অধিবাস সম্পর্কে জ্ঞাতবা.....	২১
প্রশস্তিপাত্র বন্দনম্.....	২২
অধিবাস মন্ত্রাঃ (ত্রিবেদীয়) ..	২২-৩৩
কৃষ্ণ বিবরক ভূতগুহি.....	৩৩
প্রাণায়ান.....	৩৩
মাতৃকান্যাস.....	৩৪
অব্যাদিন্যাস.....	৩৫
পীঠন্যাস.....	৩৫
অগ্ন্যাস ও করন্যাস.....	৩৬
গোবিন্দের ধ্যান.....	৩৬
মানসপূজা.....	৩৭
বিশেষার্থী স্থাপন.....	৩৭
পীঠদেবতার পূজা.....	৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রধান পূজা.....	৪০-৪৫
লক্ষ্মীর ধ্যান, পূজা ও প্রণাম মন্ত্র.....	৪৬
আবরণ দেবতাগণের পূজা.....	৪৬
শ্রোত্রবিধি.....	৪৭
বহুংসব বিধি.....	৪৬
অগ্নিহোত্রাবধারণ.....	৫১
বৈগুণ্য সমাধান.....	৫১
দেবদোল.....	৫২
ফলচূর্ণ (আবীর) দান.....	৫৭
বিক্রম ছান্দশনান হোতব্.....	৫১
প্রার্থনা মন্ত্র.....	৫২
দক্ষিণাষ্ট.....	৫৩
অগ্নিহোত্রাবধারণ.....	৫৪
বৈগুণ্য সমাধান.....	৫৪
ফলমালা.....	৫৪



## ॥ শ্রীশ্রীদোলোৎসব বিধি ॥

পূর্ণিমা দিবসে দোলযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ণিমা হইতে পঞ্চমী তিথি পর্যন্ত এই ছয় তিথিতেই দোলফরা করা হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রবিধি। আমাদের দেশে তাহাই করা হইয়া থাকে। এই তিথিগুলির মধ্যে পূর্ণিমার দোলোৎসবই প্রশস্ত। সারা ভরতবর্ষব্যাপী এই দিনটিই দোলযাত্রা হিসাবে পালন করা হইয়া থাকে। দোলযাত্রার পূর্বা দিন অধিবাসাদি এবং বহুৎসব করিতে হয়। চলতি কথায় একে 'চাঁচর' বলা হয়। সংস্কৃতে বহুৎসব এবং সাধারণের কাছে এটি 'নেড়াপোড়া' নামে অভিহিত।

অধিবাস বিধি—প্রথমে পূর্ণ ঘট, কমলীবৃক্ষ এবং ধ্বজ-পতাকাদি ও বৃক্ষশাখা ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত চতুর্দ্বারবিশিষ্ট দোলমণ্ডপ সুসজ্জিত করিয়া শ্রীগোবিন্দের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বা রাধাগোবিন্দের যুগল মূর্তি বা শ্রীকৃষ্ণ মূর্তির চিত্র বা প্রতিষ্ঠিত মূর্তি অথবা শালগ্রাম শিলা পঞ্চগুড়ি দ্বারা অঙ্কিত অষ্টদল পদ্মোপরি বসাইবেন। দোলমন্ডের পূর্বদিকে বিশুদ্ধ স্থানে অথবা গোময়াদি দ্বারা পরিষ্কৃত স্থানে বাঁশ, খড় প্রভৃতির দ্বারা একটি বেড়ার কুটির নির্মাণ করিয়া রাখিবেন। আতপ চাউল চূর্ণ করিয়া জল দ্বারা মাখিয়া তদ্বারা অথবা ক্ষীর মাখিয়া তদ্বারা

১) একটি মেঘ পুতলিকা কিংবা জীবন্ত একটি মেঘ রাখিবেন। অতঃপর পূজক আসনে বসিয়া অধিবাস ক্রিয়াদি করিবেন।

অধিবাস ক্রিয়া—সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্বক পূর্ব নির্মিত দোলমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া শুদ্ধাসনে পূর্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

আচমন—গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে মাযমগ্ন পরিমাণ জল গণ্ডুয গ্রহণ করিয়া তিন বার পান করিবেন এবং তিনবার বলিবেন—“ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।” অতঃপর হস্ত প্রক্ষালন পূর্বক বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—করঘোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ তদ্বিষ্মে পরমং পদম্, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীষ চক্ষুরাততম্ ॥ ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বৈ সর্বকার্যেষু মাধবম্ ॥ শ্রীমাধবঃ, শ্রীমাধবঃ, শ্রীমাধবঃ। স্মৃতি সকল কল্যাণং ভাজনং যত্র জায়তে। পুরুষঃ স্তমজঃ ভজামি স্মরণং হরিঃ ॥ ওঁ শঙ্খচক্রগদাপাণে দ্বারবিময়াচ্যুত। গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং রক্ষ মাং শরণাগতঃ ॥ ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেন্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্যং সর্বকর্ম্মানি কারয়েৎ। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ ॥” অতঃপর স্ততিবাচন করিবেন।



স্বস্তিবাচন—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) আতপ তণ্ডুল লইয়া বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক স্বস্তিবাচন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ শ্রীগোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক ফলুৎসব\* কর্মাসীভূত শুভগঙ্গাদিবাসন  
কর্ম্মানি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ  
পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং॥”

“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ শ্রীগোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক ফলুৎসব কর্ম্মাসীভূত শুভগঙ্গাদিবাসন  
কর্ম্মানি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি,  
ওঁ স্বস্তি॥”

“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ শ্রীগোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক ফলুৎসব কর্ম্মাসীভূত শুভগঙ্গাদিবাসন  
কর্ম্মানি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্,  
ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥” এইরূপে স্বস্তিবাচন করিয়া তাম্রপাত্রের (কুশীর) আতপ চাউলওলি  
বিকিরণ করিতে করিতে স্ব-স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন।

\* ফলু + উৎসব (উ + উ = উ) = ফলুৎসব।

৮ স্বস্তিসূক্ত (সামদেবীয়)—“ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমম্বারভামহে। আদিতং বিষ্ণুং সূর্য্যং  
ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥”

স্বস্তিসূক্ত (যজুবেদীয়)—“ওঁ স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ, স্বস্তি  
নস্তার্ক্যোহরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নোবৃহস্পতির্দধাতু ॥ ওঁ গণানাত্মা গণপতিওঁ হবামহে, প্রিয়ানাত্মা  
প্রিয়পতিওঁ হবামহে, নিধীনাত্মা নিধীপতিওঁ হবামহে, বসো মম। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥”

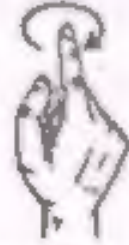
স্বস্তিসূক্ত (ঋগ্বেদীয়)—“ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনাভগঃ। স্বস্তি দেবাদিতিরণবর্ণঃ, স্বস্তি  
পৃষা অসুরোদধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাভা পৃথিবী সুচেতুনা ॥ ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রুবামহে, সোমং স্বস্তি  
ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ ॥ ওঁ বিশ্বদেবাঃ নো  
অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবাঃ অবাস্তুভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্ত্বং হসঃ ॥  
ওঁ স্বস্তি নো মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতী। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি ॥ ওঁ  
স্বস্তি পশ্চামনুচরেম, সূর্য্যচন্দ্রমসাবিবা। পুনর্দদতান্নতা, জানতা সংগমেমহি ॥ ওঁ স্বস্ত্যয়নং  
তার্ক্যমরিষ্টনেমিং মহত্ত্বতং বায়সং দেবতানাম্। অসুরগ্নিমিত্রসখং সমৎসু বৃহদ্যশো নাবমিবা  
রুহেম ॥ ওঁ অংহো মুচমাসিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্যম্। প্রযতপাণিঃ শরণ্যং প্রপদ্যে,  
স্বস্তি সম্বাধেষ্ণভয়ং নো অস্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥” অতঃপর সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।



সাক্ষ্যমুদ্রা—করযোড়ে পাঠ্য—“ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যোভূতান্যহরুপা পরনোদিকপতি-



ধেনুমুদ্রা



অবগুণ্ঠনমুদ্রা



মৎস্যমুদ্রা



অধরমুদ্রা

ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মাং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥” অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) তিল, তুলসী, কুশ ত্রিপত্র, হরীতকী ও পুষ্পাদি লইয়া দক্ষিণ করতলে রাখিয়া বামহস্তে আচ্ছাদনপূর্ব্বক সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (ফাল্গুনে মাসি বা) অমুকে পক্ষে (পূর্ণিমা বা যে তিথি তাহা উল্লেখ্য) অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ বা দাসঃ) শ্রীগোবিন্দ শ্রীতিকামঃ স্বঃ কর্তব্য শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণ বহুৎসব কর্ম্মাসভূত শুভ গন্ধাদিভিরধিবাসন কর্ম্মাহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)। এইরূপে সঙ্কল্প



১০ বাক্য পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ কুশীর জল ভূমিতে দিয়া কুশীটি উপর করিয়া তদুপরি গন্ধপুষ্প দিয়া

স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন।

সঙ্কল্পসূক্ত (সামবেদীয়)—“ওঁ দেবোবো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবট্টাসিচম্। উদ্বামিঞ্চধ্বমুপ  
বা পৃণঞ্চ মাদিছোদেব ওহতে॥”

সঙ্কল্পসূক্ত (যজুবেদীয়)—“ওঁ যজ্ঞাগ্নতোদূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি।  
দূরসমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃশিবসঙ্কল্পমস্তু॥”

সঙ্কল্পসূক্ত (ঋগ্বেদীয়)—“ওঁ যাওঁওর্যা সিনীবালী যা রাকা সরস্বতী। ইন্দ্রানীমহু উতয়ে  
বরুণানীং স্বস্তয়ে॥” অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—সম্মুখের ভূমিতে জলদ্বারা নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া, তদুপরি  
বৃত্ত, তদুপরি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধ-  
পুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ কুর্মায়ে নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যে নমঃ।”  
এইরূপে পূজাপূর্বক “ফট্” মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন করিয়া মণ্ডলে স্থাপন করিয়া “ওঁ” মন্ত্রে কোশা  
জলপূর্ণ করিয়া কোশার অগ্রে পুষ্প-দুর্বার্ত্তাদির দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া তদুপরি খেনুমুদ্রা।

অবগুণ্ঠন মুদ্রা ও মৎস্য মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অকুশ মুদ্রায় তীর্থবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গে  
চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সমিধিং কুরু ॥” অতঃপর  
মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া “ওঁ” মন্ত্র তদুপরি দশবার জপ করিবেন। অতঃপর “ফট্” মন্ত্রে  
সামান্যার্ঘ্যের জল কুশোদক দ্বারা পূজোপকরণ এবং নিজেকে অভ্যক্ষণ করিয়া দ্বার পূজা করিবেন।

দ্বার পূজা—“ফট্” মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা দ্বারদেশ অভ্যক্ষণ করিয়া দ্বারদেবতাগণের  
—“ওঁ দ্বারদেবতাঃ ইহ গচ্ছত, ইহ গচ্ছত, ইহ তিষ্ঠত, ইহ তিষ্ঠত, ইহ সমিধ্যত, ইহ সমিক্রধ্যত্বম্,  
অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত ॥” মন্ত্রে আবাহন করিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এতে  
গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং সরস্বতীয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যাং  
যমুনায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিদ্যায় নমঃ। এতে  
গন্ধপুষ্পে ওঁ অক্ষায় নমঃ।” অসামর্থ্যে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে একত্রে

৯ পূজা করিয়া বিদ্যাপসারণ করিবেন।



২২

বিঘ্নাপসারণ—“ওঁ” বা “ক্লীং” মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন, “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে অস্ত্ররীক্ষের বিঘ্ন এবং বামপদের গোড়ালী দ্বারা ভূমিতে তিন বার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবেন।

বিধি  
দ্বিগ্নিদোলোৎসব

মাষভক্তবলি—ভূমিতে জল দ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি কদলীপত্রে অথবা নূতন মৃন্ময় পাত্রে মাষকলাই, আতপ তণ্ডুল ও দধি মিশ্রিত করিয়া সাজাইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতাদয় ইহ গচ্ছত, ইহ গচ্ছত, ইহ তিষ্ঠত, ইহ তিষ্ঠত, ইহ সন্নিধ্যত, ইহ সন্নিরুধ্যত্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ মম পূজাং গৃহীতঃ।” এইরূপে আবাহনপূর্বক—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া মাষভক্তবলি উৎসর্গ করিবেন। যথা— বামহস্তে মাষভক্তবলি স্পর্শ করিয়া—“এতস্মৈ বং মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যঙ্গণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া অর্চনা করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্যবে নমঃ।” মন্ত্রে শালগ্রাম শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া অর্চনাতে—“এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতঃ

প্রোতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহস্থ মরাদস্ত বনিরেঘ প্রসাধিতঃ। পূজিতা গন্ধ-  
পুষ্পাদৈকলিভিঃ স্তূপিতা স্তুথা। দেশাদস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মৎকৃতাম্॥”

ভূতাপসারণ—অতঃপর এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া—“ওঁ ভূতাদয় ক্ষমহম্।” মন্ত্রে  
জলগণ্ডুষ দিয়া কিঞ্চিৎ শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করিয়া “ফট্” মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র  
পাঠপূর্ব্বক চতুর্দিকে বিকিরণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ অপসর্পন্ত তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবি  
সংস্থিতা। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্ত শিবাভ্রয়া ॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।  
অপসর্পন্ততে সর্ব্বে নারসিংহেন তাড়িতা ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদৈকলিভিঃ স্তূপিতা স্তুথা।  
দেশাদস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মৎকৃতাম্॥” অনন্তর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—“ওঁ ফট্” মন্ত্রে কিঞ্চিৎ শ্বেতসর্ষপ আসনে দিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ  
সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুং ফট্ স্বাহা।” অতঃপর আসনের নিম্নে জল দ্বারা একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া  
তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।” অতঃপর  
আসন স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—“অস্য আসনোপবেশন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ  
কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা পূতা। ত্বঞ্চ  
ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥” তৎপরে গুরুপংক্তি প্রণাম করিবেন।



গুরুপংক্তি প্রণাম—“(বামে)—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর  
গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ। (দক্ষিণে)—ওঁ গণেশায় নমঃ। (উর্ধ্বে)—ওঁ ব্রহ্মণে  
নমঃ। (অধঃ)—ওঁ অনন্তায় নমঃ। (পশ্চাৎ)—ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। (মধ্যে)—ওঁ হ্রীঃগবদ্  
গোবিন্দায় নমঃ।” অতঃপর পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—“ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় হুং” মন্ত্রে  
পুষ্পে কুশোদক দিয়া নারাচমুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—  
“ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং কট্  
হাহা ॥”



নারাচমুদ্রা

করশুদ্ধি—একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া উভয় করতলে পেষণপূর্বক আচ্ছাদন করতঃ  
“হেঁনৌ” মন্ত্রে ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবেন।

অতঃপর যদি প্রতিমা পূজা হয়, তাহা হইলে স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজ্ঞমানের বেদোক্ত মন্ত্রে  
ঘটস্থাপনাদি ক্রিয়া করিবার আয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা খুবই বিরল। সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত  
বিগ্রহে বা শালগ্রাম শিলায় পূজা করা হইয়া থাকে। তজ্জন্ম এখানে তাহা নিম্প্রয়োজন বোধে  
দেওয়া হইল না।

পঞ্চগব্য শোধন—স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া দোলমণ্ডপাদিতে ছিটাইয়া দিবেন।

পঞ্চগব্য প্রমাণম্— গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধিমপিঃ কুশোদকম্।  
পঞ্চগব্যমিদং প্রোক্তাং বিধেয়ং সৰ্ব্বকৰ্ম্মেবু ॥

অর্থাৎ—গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এবং কুশোদক। ইহাই পঞ্চগব্য এবং সৰ্ব্বকৰ্ম্মে ইহা বিধেয়।

পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র (সামবেদীয়)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গাবশ্চিদ্যা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ॥” দুগ্ধ—“ওঁ গব্যোযুগো যথা পুরশ্চয়োত রথয়া। রবিবস্যা মহোনাম্ ॥” দধি—“ওঁ দধিক্রাবনো অকারিষং জিহ্মোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র গ আয়ুংসি তারিষৎ ॥” ঘৃত—“ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োকী পৃথ্বী মধুদুগ্ধে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্ণুভিতে অজরে ভুরিরেতসঃ ॥” কুশোদক—“ওঁ দ্যৌরাপঃ কণিক্রদৎ সিন্ধোরাপো মরুতঃ। মাদয়ন্তাং ঘর্ম্মজ্যোতিঃ ॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক

১৫ সমস্ত একীকরণ করিবেন।



৯ পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র (যজুবেদীয়)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গন্ধদ্বারাং  
দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহৃয়ে শ্রিয়ম্॥” দুষ্ক—“ওঁ  
আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্যম্। ভবাবাজস্য সঙ্গমে॥” দধি—“ওঁ দধিক্রাবনো অকারিষঃ  
জিঘোৱশ্বন্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র ৭ আয়ুংসি তারিষৎ॥” ঘৃত—“ওঁ তেজোহসি  
শুক্ৰমস্যমৃতমসি ধাননামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাপুষ্টং দেবযজনমসি॥” কুশোদক—“ওঁ দেবস্য ত্বা  
সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্কাহভ্যাং পূবেহ হস্তাভ্যামাদদে।” অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক সমস্ত  
একীকরণ করিবেন।

পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র (ঋগ্বেদীয়)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গাবশ্চিদ্বা  
সমন্যবঃ সজাতেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। নিহতে কবুভো নিথঃ॥” দুষ্ক—“ওঁ আপো অদ্যাস্চারিষঃ  
রসেন সমগস্মহি। পরস্বানয় আ গহি, তং মা সংসৃজ বর্চসা॥” দধি—“ওঁ উদুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ  
সমগ্নিমিদ্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিনুগসঞ্চ দেবীমিত্রাবতোহবসে নিহৃয়ে বঃ॥” ঘৃত—“ওঁ  
অগ্নিরশ্বি জগ্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চন্দ্রবনুতং ন আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোহজষো  
ঘর্ম্মো হবিরশ্বিনাম্॥” কুশোদক—“ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে  
(আয়ুষে প্রজায়ৈ)॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক সমস্ত একীকরণ করিবেন।

পঞ্চগব্য শোধনপূর্বক শালগ্রাম শিলায় গণেশাদির ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

গণেশের ধ্যান—

“ওঁ খৰ্ৰং স্থলতনুং গজেन्द्रবদনং

লম্বোদরং সুন্দরম্।

প্রসন্নমুদগন্ধলুপ্ত মধুপ-

ব্যালোল্ গণ্ডস্থলম্॥

দন্তাঘাতবিদারিতারি-

রুধিরে সিদ্ধুর শোভাকরম্।

বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং

সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥”

এইরূপে ধ্যানপূর্বক—“এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।” এইক্রমে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

দোলোৎসব-২



প্রণাম যন্ত্র—

“ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণা।

বিষ্ণুং হরন্তু হেরম্বং চরণাম্বুজ রেণবঃ॥”

সূর্য্যের ধ্যান—

“ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং,

ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।

পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাজৈ-

শ্মাণিক্যমৌলিমরুণাসরুটিং ত্রিনেত্রম্॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে—“এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।  
এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।”  
এইক্রমে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্ব্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম যন্ত্র—

“ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।

শ্রাত্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥”

নারায়ণের ধ্যান—

“ওঁ ধ্যেয়ঃ সদাসবিত্তমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী,

নারায়ণম্ সরসিজাসনসম্মিষিষ্টঃ।

কেয়বনান্ বনককুণ্ডনান্ নির্নাতিহানী,

হিরণ্যবপুস্ত শতচক্রঃ ॥”

ধ্যানান্তে—“এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে  
নারায়ণায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।  
এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।” এইক্রমে পঞ্চোপচারে পূজান্তে প্রণাম করিবেন

প্রণাম যন্তু— “ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাক্ষণ হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”

শিবের ধ্যান— “ওঁ ধ্যায়ৈমিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং

চাক্রচন্দ্রাবতংসং।

রত্নাকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরা-

ভীতিহন্তং প্রসন্নম্ ॥

পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈঃ,

ব্যায়কৃষ্ণং বসানং।

বিশ্বাদ্যং বিশ্বাবীজং নিখিলভয়হরং  
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে—“এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।  
এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এব দীপঃ ওঁ নমঃ  
শিবায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।” এইক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম  
করিবেন।

প্রণাম যন্ত্র—

“ওঁ নমো শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।  
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ ॥”

জয়দুর্গার ধ্যান—

“ওঁ কালাভাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং  
মৌলিবন্ধেন্দুরেখাং।  
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈঃ  
রুদ্রহস্তীং ত্রিনেত্রাম্ ॥  
সিংহকন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুনমখিলং  
তেজসাপূরয়ন্তীম্।



ধ্যায়োদুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাম্,  
সেবিতাং নিক্ৰিষ্টানৈঃ ॥”

ধানান্তে—“এষ গন্ধঃ হ্রীং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ সচ্চন্দন পুষ্পম্ হ্রীং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।  
এষ ধূপঃ হ্রীং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ হ্রীং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। এতন্মৈবেদ্যম্ হ্রীং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ  
নমঃ।” এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্ৰ— “ওঁ সৰ্গানঙ্গলমঙ্গলে শিবৈ সৰ্কার্থসাধিকে।

শরণো হ্রাহকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥”

অতঃপর গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি  
নবগ্রহেভ্যো নমঃ।” এইরূপে—“ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ। ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো  
নমঃ। ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ। ওঁ বাসুদেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ ইষ্টদেবদেবীভ্যো নমঃ। ওঁ  
কুলদেবদেবীভ্যো নমঃ। ওঁ প্রত্যক্ষদেবদেবীভ্যো নমঃ। ওঁ গ্রাম্যস্তু দেবদেবীভ্যো নমঃ। ওঁ সৰ্ব্বেভ্যো  
দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ সৰ্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।” এইরূপে পূজা করিয়া অধিবাস ক্রিয়া করিবেন।

অধিবাস সম্পর্কে জ্ঞাতব্য—অধিবাস কার্যে যথারীতি সঙ্কল্প ও সূক্তাদি পাঠ করিয়া  
৯ প্রথমতঃ গন্ধ, তৈল, হরিদ্রা লইয়া—“অনেন গন্ধেন অস্য (বা অস্যা) শ্রীঅমুক দেবতায়্যাং

২ শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ।" এই মন্ত্ৰে দেবতার ললাটে দিয়া, তৎপরে প্রশস্তিপাত্র বন্দনান্তর যথার্থ  
প্রতিটি দ্রব্যের মন্ত্ৰ পাঠপূর্বক অধিবাস করিবেন।

প্রশস্তিপাত্র বন্দনম্—মহী-গন্ধ-শিলা-ধান্য-দূর্বা-পুষ্প-ফলং-দধি। ঘৃত স্বস্তিক সিन्दুর শঙ্খ  
কঙ্কল রোচনাঃ ॥ সিদ্ধার্থ কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রশ্চামরদৰ্পণম্। দীপঃ প্রশস্তি পাত্র বন্দনমুত্ত-  
কর্মসু ॥

অর্থঃ—মহী (মুক্তিকা), গন্ধ (চন্দন), শিলা (এক খণ্ড পাথর বা নুড়ি), দূর্বা, পুষ্প, ফল  
(অথবা কলাছড়া), দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (শ্রী), সিन्दুর, শঙ্খ, কঙ্কল, (কাঁজল), রোচনা (গোরোচনা  
অভাবে হরিদ্রা), সিদ্ধার্থ (শ্বেত সরিয়া), কাঞ্চন (স্বর্ণ), রৌপ্য, তাম্র, চামর, দৰ্পণ, দীপ—ইহাই  
প্রশস্তিপাত্রের অর্থঃ বরণভালার দ্রব্য এবং সর্ব শুভকর্মে প্রশস্ত।

সামবেদীয় অধিবাস মন্ত্ৰাঃ—মহী—“ওঁ মহি ত্রীণামবরন্ত দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্যম্নঃ। দূরাধর্ষং  
বরুণন্য ॥ ওঁ অনয়া মহ্যা অস্য শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য শুভাধিবাসনমন্ত্ৰ ॥” [সর্বত্র এই প্রকার হইবে।

গন্ধ—“ওঁ ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনোদানায় চোদয়ন্ ॥ অনেন  
গন্ধেন ইত্যাদি ॥”



শিলা (পাথর)—“ওঁ বিদ্বদাপো ন পর্ষতস্য পৃষ্ঠাদুক্ষেভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ। তং হ্য গিরঃ  
সুদ্বৈতয়ো বাজয়ত্যাভিঃ ন গির্ষ্ববাহো ভিঃ। ৩২ ৥ ওঁ অনয়া শিলয়া ইত্যাদি ॥”

ধান্য (ধান)—“ওঁ ধানাবতুং করন্তিণ মপূপবন্তমুক্খিনম্। ইন্দ্রপ্রাতর্জুবস্য নঃ। ওঁ অনেন  
ধান্যেন ইত্যাদি ॥”

দূর্কা—“ওঁ যজ্ঞাতো অপূর্কা মঘবন্ বহুহত্যায়া। তৎপৃথিবীমপ্রথয় স্তদন্তুভনা উভো দিবম্ ॥  
ওঁ অনয়া দূর্কয়া ইত্যাদি ॥”

পুষ্প—“ওঁ পবনান বহুহি রসিভির্ষ তসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীৰ্য্যম্ ॥ ওঁ অনেন পুষ্পেন  
ইত্যাদি ॥”

ফল—“ওঁ ইত্যং নরো নেনহিতং হবন্তে যৎপার্যা যুনক্ততে ধিয়ন্তাঃ। শুরো নৃবাতা শ্রবদশ্চ কাম  
অ নেনহি ফলং ভক্তং হং নঃ ওঁ অনেন ফলেন ইত্যাদি ॥”

নদী—“ওঁ নদিত্বদানং অকবিরং ত্রিষ্ণুরধস্য বাজিনঃ। সুবতি নো মুখাকরং প্র প  
অনয়া নদীয়া ইত্যাদি ॥ ওঁ অনয়া নদ্যা ইত্যাদি ॥”

ঘট—“ওঁ ঘটবর্জী ভূবননামভিহিতকী পৃথ্বী মধুদুগ্ধে সুপশনা। দ্যাভাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা  
২ বিহিতাঃ অস্তর ভূবিবহন ওঁ অনেন ঘটেন ইত্যাদি ॥”

১. স্বস্তিক (শ্রী)—“ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্যো  
অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি ॥”

সিন্দূর—“ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্রাসে পতয়ন্তুমক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সুগৃভ্নতে ॥ ওঁ অনেন  
সিন্দুরেণ ইত্যাদি ॥”

শঙ্খ—“ওঁ স সুম্নে যো বসুনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ওঁ অনেন  
শঙ্খেণ ইত্যাদি ॥”

কজ্জল (কাজল)—“ওঁ অঞ্জতে বাঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুন্। রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে ॥ ওঁ অনেন  
কজ্জলেণ ইত্যাদি ॥”

রোচনা—“ওঁ অধজগো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি। অয়াবর্কস্য তম্বা গিরা মমা জাতা  
সুক্রতো পূণ ॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি ॥”

সিদ্ধার্থ—“ওঁ এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥ ওঁ অনেন  
সিদ্ধার্থেণ ইত্যাদি ॥”

কাঞ্চন—“ওঁ তং গূর্ধ্বয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধস্বিরে। দেবত্রা হব্যমুহিষে ॥ ওঁ অনেন  
কাঞ্চনেণ ইত্যাদি ॥”



বৌপা—“ওঁ যদ্বর্জো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্জো গবান্ভুঃ। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্জোহুতেন মা সংসৃজা-  
মসি ॥ ওঁ অনেন বৌপেন ইত্যাদি ॥”

তাপ্র (তামা)—“ওঁ বগ্নহাঁ অসি সূর্য্য বড়াদিত্য মহাং অসি। মহন্তে সতো মহিমা পনিষ্টম মহা  
দেব মহাং অসি ॥ ওঁ অনেন তাপ্রেণ ইত্যাদি ॥”

চামর—“ওঁ বাত আ বাতু ভেবজং শত্তু ময়োভু নো হদে। প্রণ আয়ুংসি তারিবহ ॥ ওঁ অনেন  
চামরেণ ইত্যাদি ॥”

দর্পণ—“ওঁ অদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ ওঁ অনেন  
দর্পণেন ইত্যাদি ॥”

দীপ—“ওঁ আয়ুর্জ্যোতিঃ রবিজ্যোতিঃ। উহো বা এবার্ক জ্যোতিঃ ॥ ওঁ অনেন দীপেন ইত্যাদি ॥”

প্রশস্তিপাত্র—“ওঁ উদ্যল্লোকানরোচয়ঃ। ইমাল্লোকানরোচয়ঃ। প্রজাহৃতমরোচয়ঃ। বিশ্বহৃত-  
মরোচয় ॥ ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ ইত্যাদি ॥”

মাঙ্গল্য সূত্র—“ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহনং সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দেবীং নাবং  
স্বরিত্রামনাগমষবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ওঁ অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেণ ইত্যাদি ॥” মস্ত্রে বিগ্রহ স্থলে  
দক্ষিণ হস্তে অথবা শালগ্রাম শিলায় গোবিন্দের দক্ষিণ হস্তের উদ্দেশ্যে দিবেন।

যজুঃবেদীয় আধিবাস হস্তাঃ—অধিবাস ত্রিমা সনদ্বি সনদ্বি সনদ্বি সনদ্বি সনদ্বি  
কেবলমাত্র মনুওলি পৃথক। এখানে তাহা দেওনা হইল।

মহী (মৃত্তিকা)—“ও ভূরসি ভূমিরস্য দিতিরসি নিম্নায়া নিম্নায়া ভূবনস্য পৃথিবীং বহু.  
পৃথিবীং দত্তং পৃথিবীং না হিওসী ॥ ও অনয়া মহ্যা ভ্রাতগনদ্ গোবিন্দস্য শুভং বিন্দনং ॥ (সর্বত্র  
প্রতিটি দ্রব্যে এইরূপ হইবে।)

গন্ধ—“ও গন্ধদ্বারাং দুরাধর্বাং নিত্যপুষ্টাং কর্মবিধীন্ ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং হৃদয়ে পশুভিঃ  
শ্রিয়ন্ ॥ ও অনেন গন্ধেন ইত্যাদি ॥”

শিলা—“ও প্রসূরেণ পরিধিনাং সূচা বেদ্যা চ বর্হিবা। ঋচেনং যজ্ঞং নো নরঃ স্বর্গেবেনু গচ্ছত ॥  
ও অনয়া শিলয়া ইত্যাদি ॥”

ধান্য—“ও ধান্যনসি বিনুহি দেবান্ বিনুহি যজ্ঞং। বিনুহি যজ্ঞপতিং বিনুহি মাং যজ্ঞনাম্ ॥ ও  
অনেন ধান্যেন ইত্যাদি ॥”

দূর্ধ্বা—“ও কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষম্পরি। এবা নো দূর্ধ্ব প্রতনু সহস্রৈশ  
শতেন চ ॥ ও অনয়া দূর্ধ্বা ইত্যাদি ॥”

পুষ্প—“ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পদ্মা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমধিনৌ ব্যাক্তম্।  
ইক্ষনিষাণামুস্ম ইষাণ, সৰ্বলোকস্ম ইষাণ ॥ ওঁ অনেন পুষ্পেন ইত্যাদি ॥”

ফল—“ওঁ যাঃ ফলিনীয়া অফলা অপুষ্পা বাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতি প্রদত্তয়া নো মুকুতং  
ওঁ হসঃ ॥ ওঁ অনেন ফলেন ইত্যাদি ॥”

দধি—“ওঁ দধিক্রাবনো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরং প্রণ আয়ুনি  
তারিষৎ ॥ ওঁ অনয়া দধী ইত্যাদি ॥”

ঘৃত—“ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধুষ্টং দেবদত্তনমসি ॥ ওঁ  
অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি ॥”

স্বস্তিক (শ্রী)—“ওঁ স্বস্তি ন ইদ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্যো  
অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি ॥”

সিন্দূর—“ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো  
ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নগ্নিভিঃ পিঘমানঃ ॥ ওঁ অনেন সিন্দূরেণ ইত্যাদি ॥”



শব্দা—“ওঁ পুষ্পাং শব্দা পুষ্পাণাম্ মঙ্গলায়ৈ নমঃ ॥ ওঁ অনেন শব্দেন ইত্যাদি ॥”

কাঞ্চন—“ওঁ স্বর্ণঘর্ম্যঃ স্বাহা স্বর্ণাংকঃ স্বাহা স্বর্ণপুটঃ স্বাহা স্বর্ণবস্ত্রঃ স্বাহা স্বর্ণময়ঃ স্বাহা ॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেন ইত্যাদি ॥”

রৌপ্য—“ওঁ অক্ষরপংক্তিচ্ছন্দঃ, পদপংক্তিচ্ছন্দঃ। ক্ষরোবদভ্যুচ্ছন্দঃ অক্ষরোবদভ্যুচ্ছন্দঃ ॥ ওঁ অনেন রৌপ্যেন ইত্যাদি ॥”

তাম্র—“ওঁ অসৌ যন্তাত্রো অরুণ উত বভ্রঃ সূমঙ্গলঃ। মে চৈনং বভ্রঃ তন্ত্রো নিন্দিতঃ ॥ সহস্রশোহবৈবাং হেড় দৈমহে ॥ ওঁ অনেন তাম্রেণ ইত্যাদি ॥”

দীপ—“ওঁ মনোজুতির্জুযতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু। অরিতং যজ্ঞং সন্নিমং চরতু ॥ বিষ্ণুদেবাস ইহ মাদয়ন্তামৌ প্রতিষ্ঠ ॥ ওঁ অনেন দীপেন ইত্যাদি ॥”

দর্পণ—“ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্তঞ্চ। হিরণ্যকশেন সবিভা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ওঁ অনেন দর্পণেন ইত্যাদি ॥”

খড়্গা—(ইহা যজুর্বেদীয় পক্ষে বিশেষ)—“ওঁ অনির্কিশিননঃ খড়্গাভীক্ষুধারো দুর্ভসনঃ। ত্রীগর্ভো নিভ্রম্যৈশ্চৈব ধর্ম্যপাল নমোহস্তুতে ॥ ওঁ অনেন খড়্গেন ইত্যাদি ॥”

বরাহদশন—“ওঁ খড়্গো বৈশ্বদেবঃ শ্বাকুশঃ বর্গো গর্দভকুরকুন্তে রক্ষনামিত্রায় শূকরঃ  
সিংহো মারুতঃ ককলাসঃ পিঙ্গকা শকুনিস্তে শরব্যায়ৈ নিম্নেণাং দেবানাং পুনতঃ ॥ ওঁ অনেন  
বরাহদশনেন ইত্যাদি ॥”

বিশেষ জ্ঞাতব্য—বিষ্ণু পূজাদির বিষয়ে অধিবাসে খড়্গা এবং বরাহদশনের হুলে উভয় ক্ষেত্রে  
দুষ্ক প্রয়োগ হইবে। দুষ্কের মন্ত্র দেওয়া হইল—

দুষ্ক—“ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষগং। ভবা বাজস্য সঙ্গধে ॥ ওঁ অনেন দুষ্কেন  
ইত্যাদি ॥”

প্রশস্তিপাত্র—“ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা, অনুপদসি অনুপদে ত্বা। সম্পদসি সম্পদে ত্বা,  
তেজোহসি তেজসে ত্বা ॥ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ ইত্যাদি ॥”

মাসল্য সূত্র—“ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহনং সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দেবীং নাবং  
স্বরিত্রামনাগমপ্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ওঁ অনেন মাসল্যসূত্রেণ ইত্যাদি ॥” মন্ত্র পাঠপূর্বক  
বিগ্রহের দক্ষিণ হস্তে অথবা বিগ্রহ না থাকিলে শালগ্রাম শিলায় গোবিন্দের দক্ষিণ হস্তোদ্দেশ্যে  
প্রদান করিবেন।

১৪

অথৈবমীদং ত্রিগামবরস্তু দ্যুক্ষং নিভ্রম্যার্কমঃ । দূরং কালং যত্নে ৷ ১৪ ৷

মহী—“ওঁ মহি ত্রিগামবরস্তু দ্যুক্ষং নিভ্রম্যার্কমঃ । দূরং কালং যত্নে ৷ ১৪ ৷

গন্ধ—“ওঁ অনর্ঘিরাতিং বনুদামুপস্তহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রতনঃ । মনোহরায় চোদয়ন্ ৷ ১৫ ৷

শিলা (প্রস্তর খণ্ড)—“ওঁ ইন্দ্রপর্বতা বৃহতা রথেন রয়ীদিব আ বহতঃ পুণ্ড্রিক ৷ ১৬ ৷

মহী—“ওঁ দধিত্রাবনো অকারিষং, জিহোরশ্বস্য বাতিনঃ । সুরভি তে হৃদয়ং প্রণম্য ৷ ১৭ ৷

ঘট—“ওঁ ঘটবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োকী, পৃথি মধুদুগ্ধে সুপেশসী । চারুপুষ্করি বহনঃ স্বরূপ ৷ ১৮ ৷

সুপুষ্ক—“ওঁ সুপুষ্ক সোমো অগ্নঃ সূর্যঃ পিবতাস্য মনঃ । উত্তমং যত্নে ৷ ১৯ ৷



সিন্দুর—“ওঁ সিন্দুরাংহাসে পতঙ্গমুখণং। হিরণ্য পান্যঃ পশুপদমুখণং। ওঁ অনেন  
সিন্দুরেণ ইত্যাদি ॥”

শঙ্খ—“ওঁ স সুঘে যো বসুনাং যো রায়ানানেত্রা য ইত্য়নং। সোমো যঃ সূর্য্যইন্দ্রঃ। ওঁ  
অনেন শঙ্খেণ ইত্যাদি ॥”

কঙ্কল—“ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে। ক্রতুং রিহন্তি মন্দাভ্যশ্রুতে। ওঁ অনেন কঙ্কলেণ  
ইত্যাদি ॥”

রোচনা—“ওঁ অধজগো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি। অযাবর্জস্য ইদং দিবঃ সন্ম ইত্যঃ।  
সূক্ততো পূণ ॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি ॥”

সিদ্ধার্থ (শ্বেত সরিষা)—“ওঁ এযো উষা অপূর্ব্বা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া সিবঃ। শুব্রং বহুধিনং বৃহৎ ॥  
ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন ইত্যাদি ॥”

কাঞ্চন—“ওঁ তং গূর্ধ্বায়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধ্মিরে। দেবত্রা ইবামুহিষে ॥ ওঁ অনেন  
কাঞ্চনেণ ইত্যাদি ॥”

রৌপ্য—“ওঁ যদ্বর্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চো গবামুতঃ। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্জন্তেন মা সংস্জামসি  
ওঁ ওঁ অনেন রৌপ্যেন ইত্যাদি ॥”

৯ তাম্র—“ও বন্মহাঁ অসি সূর্য্য বড়াদিত্য মহাং অসি। মহন্তে সতো মহিমা পনিষ্টম মহা দেব মহাং অসি॥ ওঁ অনেন তাম্রেণ ইত্যাদি॥

চামর—“ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শস্ত্র ময়োভু নো হৃদে। প্র ৭ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ওঁ অনেন চামরেণ ইত্যাদি॥”

দর্পণ—“ওঁ অদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরং। পরো যদিধ্যতে দিবি॥ ওঁ অনেন দর্পণেন ইত্যাদি॥”

দীপ—ওঁ মনোজুতির্জুয়তামাজ্যস্য বৃহস্পতির্বজ্রমিমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোং প্রতিষ্ঠ॥ ওঁ অনেন দীপেন ইত্যাদি॥”

প্রশস্তিপাত্র—“ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা, অনুপদসি অনুপদে ত্বা। সম্পদসি সম্পদে ত্বা, তেজোহসি তেজসে ত্বা॥ ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ ইত্যাদি॥”

মাসল্য সূত্র—“ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহনং সুশর্ম্মাণ মদিতিং সুপ্রনীতিম্। দেবীং নাবং স্বরিত্রামনাগমশ্রবন্তী মা কুহেমা স্বস্তয়ে॥ ওঁ অনেন মাসল্যসূত্রেণ ইত্যাদি।” মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিগ্রহের দক্ষিণ হস্তে অথবা বিগ্রহ না থাকিলে শালগ্রাম শিলায় গোবিন্দের দক্ষিণ হস্তোদ্দেশ্যে প্রদান করিবেন।

এইরূপে উপরোক্ত ভাবে স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত মন্ত্রে অধিবাস ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া ভূতশুদ্ধি প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করিবেন। এক্ষণে কৃষ্ণ বিষয়ক ভূতশুদ্ধি করিবেন।

**কৃষ্ণ বিষয়ক ভূতশুদ্ধি**—কৃষ্ণ বিষয়ক ভূতশুদ্ধির প্রমাণ। যথা—

স্বকীয় হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণান্বজম্।

ভূতশুদ্ধিমিমাং প্রাপ্তঃ সৰ্বাগমবিশারদাঃ॥

এই প্রমাণানুসারে আপন হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম ধ্যান করিলেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ভূতশুদ্ধি হয়। অতঃপর প্রাণায়াম করিবেন।

**প্রাণায়াম**—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাসুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া মূলমন্ত্র (ক্লীং) ষোড়শবার জপ করিতে করিতে দেহে বামনাসা দ্বারা বায়ু পূরণ অর্থাৎ পূরক করিবেন। অতঃপর মধ্যমা অনামিকার দ্বারা বাম নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া মূলমন্ত্র (ক্লীং) চতুঃষষ্টিবার জপ করিবেন, অর্থাৎ কুন্তক করিবেন। একবার দক্ষিণ নাসাপুট ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মূলমন্ত্র (ক্লীং) দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিবেন, অর্থাৎ রেচক করিবেন। অতঃপর বিপরীত ক্রমে বামনাসাপুট রুদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে মূলমন্ত্র (ক্লীং) ষোড়শবার জপ করিতে করিতে শ্বাস পূরণ অর্থাৎ পূরক করিবেন। উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া মূলমন্ত্র (ক্লীং) চতুঃষষ্টিবার

দোলোৎসব-৩



৪ জপ করিতে করিতে কুন্তক করিবেন। তৎপরে দক্ষিণ নাসাপুট ত্যাগ করিয়া মূলমন্ত্র (ক্লীং) দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে বামনাসায় শ্বাস ত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। পুনরায় বিপরীত ক্রমে দক্ষিণ নাসাপুটে মূলমন্ত্র ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বায়ু পূরণ অর্থাৎ পূরক, উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া চতুঃষষ্টিবার মূলমন্ত্র (ক্লীং) জপ করিতে করিতে কুন্তক এবং দক্ষিণ নাসাপুট ত্যাগ করিয়া মূলমন্ত্র (ক্লীং) দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু ত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। এইরূপ তিনবার করিলে একবার প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম পূরকে ১৬, কুন্তকে ৬৪, এবং রেচকে ৩২ বার মূলমন্ত্র জপ করিতে হয়। অসামর্থ পক্ষে ১৬ বার স্থলে ৮ বার, ৬৪ বার স্থলে ৩২ বার এবং ৩২ বার স্থলে ১৬ বার জপ করিবেন। তাহাতেও অসমর্থ হইলে ১৬ বার স্থলে ৪ বার, ৬৪ বার স্থলে ১৬ বার এবং ৩২ বার স্থলে ৮ বার জপ করিবেন। অতঃপর ন্যাসাদি করিবেন।

মাতৃকান্যাস—“অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শব্দয়ঃ অব্যক্ত কীলকং সর্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। (শিরসি)—ওঁ ব্রাহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদি)—ওঁ মাতৃকাসরস্বতৌ দেবতায়ৈ

নমঃ। (ওহে)—ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। (পাদয়ো)—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। (সর্বাস্তে)—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।”

অমৃত্যাদিত্যাস—“অস্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্য নারদঋষির্বিরাট্চ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণোদেবতা ক্লীং বাদং স্বাহা শক্তিঃ দুর্গাদেবী কীলকং পুরুষার্থ সিন্ধয়ে বিনিয়োগঃ। (শিরসি)—নারদ ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—বিরাট্চ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদি)—শ্রীগোবিন্দায় নমঃ। (ওহে)—ক্লীং বাদায় নমঃ। (পাদয়ো)—স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। (সর্বাস্তে)—মন্ত্রাধিষ্ঠাত্র্যে দুর্গায়ৈ নমঃ।”

পীঠত্যাগ—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইক্রমে—“প্রকৃত্যৈ নমঃ। কুর্মায়ে নমঃ। অনন্তায় নমঃ। পৃথিব্যৈ নমঃ। কল্পবৃক্ষায় নমঃ। মণিবেদিকায়ৈ নমঃ। রত্নসিংহাসনায় নমঃ। ধর্ম্মায় নমঃ। জ্ঞানায় নমঃ। বৈরাগ্যায় নমঃ। ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। অধর্ম্মায় নমঃ। অজ্ঞানায় নমঃ। অবৈরাগ্যায় নমঃ। অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। অনন্তায় নমঃ। পং পদ্মায় নমঃ। অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ। সং সত্ত্বায় নমঃ। রং রজসে নমঃ। তং তমসে নমঃ। আং আত্মনে নমঃ। পং পরমাত্মনে নমঃ। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। বিমলায়ৈ নমঃ। উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ। জ্ঞানায় নমঃ। ক্রিয়ায়ৈ নমঃ। যোগায়ৈ নমঃ।

১) প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ। সত্যায়ৈ নমঃ। ঈশানায নমঃ। অনুগ্রহায়ৈ নমঃ। ওঁ ভাস্কর্যে নমঃ। সর্বভূতহিতৈশ্বর্যে  
বাসুদেবায় সর্বাঙ্গ্যানে সংযোগপীঠাঙ্গ্যানে নমঃ।” এইক্রমে আদিত্যে “ওঁ” এবং অশ্বিনে “নমঃ” যোগ  
করিয়া পীঠাঙ্গ্যাস করিবেন। অতঃপর করাদ্যঙ্গ্যাস করিবেন।

অঙ্গ্যাস—“ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা। ওঁ ক্লুং শিখায়ৈ ববট্। ওঁ ক্লৈং কবচায়  
হং। ওঁ ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামঙ্গ্রায় ফট্।”

করদ্যঙ্গ্যাস—“ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীং তজ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ক্লুং মধ্যমাভ্যাং ববট্।  
ওঁ ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হং। ওঁ ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামঙ্গ্রায় ফট্।”  
অতঃপর উভয় হস্তের করতল দ্বারা “ক্লীং” মন্ত্রে সপ্তবার, পঞ্চবার, অথবা কম পক্ষে তিনবার  
ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন।

গোবিন্দের ধ্যান—“ওঁ সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচাকুচতুর্ভুজম্।  
সুনাং সুন্দর গ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্॥  
সমানকর্ণ বিন্যস্তম্ভারম্মকরকুণ্ডলম্।  
হেমহারং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসং শ্রীনিকেতনম্॥



শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা-বিভূষিতম্।  
 নৃপুৰৈৰ্বিলসৎ পাদং বৌদ্ধভগ্নভয়াযুতম্॥  
 দ্যুমত্কিরীটি-কটক কটিসূত্রাসাদায়ুতং॥  
 সৰ্ব্বাসুসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখোক্ষণম্।  
 সুকুমারমভিধায়েদ্ গোবিন্দং গোপ-পূজিতম্॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন।

মানসপূজা—মানসপূজা প্রমাণম্। যথা—

অকৃত্বা মানসং যাগং ন কুর্যাদাহবচনম্॥—সনৎকুমার উহম্।

অর্থাৎ মানস পূজা না করিয়া বাহ্য পূজা করিবেন না।

বিষ্ণু বিষয়ক মানস পূজায় হৃদয়ে বিষ্ণুর চিন্তা করিবেন। অনন্তর বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবেন।

বিশেষার্থ্য স্থাপন—স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহার মধ্যে “হ্রীং” এই বীজ মন্ত্র লিখিয়া

তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুমার

ওঁ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।” এইক্রমে পূজাপূর্বক “ওঁ ফট্” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র (শঙ্খ)

৫ প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকাসহ মণ্ডলের উপর রাখিয়া পূজা করিবেন। যথা—  
 মং বহিমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়নে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রিঃ  
 সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়নে নমঃ।” এইরূপে পূজাপূর্বক “ক্লীং” মূলমন্ত্র দ্বারা পূজাপূর্ব  
 করিয়া তদুপরি অক্ষুণ্ণ মুদ্রা দ্বারা তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ গং চ মনুনে তৈব দেবদেবিরি  
 সরস্বতি। নর্মদে সিদ্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।” এইরূপে শত্ৰুতলে তীর্থাবাহন করিয়া  
 গন্ধ-পুষ্প-দুর্কা ও আতপ তণ্ডুল দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদনপূর্বক অর্ঘ্যপাত্র  
 মূলমন্ত্রে ষড়ঙ্গপূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ  
 ক্লীং শিরসে স্বাহা নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লু শিখায়ৈ বযট্ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লৈ কবচায়  
 হং নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লুঃ  
 করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ নমঃ।” এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া তদুপরি “ক্লীং” মূলমন্ত্র  
 দশবার জপ করিয়া সেই জল প্রোক্ষণী পাত্রে কিঞ্চিৎ দিয়া সেই জল দ্বারা নিজেকে এবং  
 পূজোপকরণসমূহ অভ্যক্ষণ করিবেন। অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পীঠদেবতার পূজা করিবেন।

পীঠদেবতার পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইরূপে—“প্রকটো.

কুম্ভায়, অনন্তায়, পৃথিব্যে, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমাণ্ডলায়, বহুব্রহ্মায়, নবীন্দ্রায়, রত্নসিংহাসনায়, ধর্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অপরায়, অজ্ঞানায়, অদৈবিকায়, অনৈশ্বর্য্যায়, অনন্তায়, পং পদ্মায়, অং অর্কমাণ্ডলায় দ্বাদশকলায়নে, উং সোমমাণ্ডলায় দ্বাদশকলায়নে, মং বহ্নিমাণ্ডলায় দশকলায়নে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, হ্রং হ্রস্বায়, পং পরায়নে, হ্রীং জ্ঞানায়নে, বিমলায়ৈ, উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ শেবায়াৈ, প্রজ্ঞায়ৈ, সত্যায়ৈ, ঈশ্বরায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ, ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতায়নে বাসুদেবায় সর্কায়নে সংসারপট্টায়নে নমঃ ॥” এইক্রমে আদিতে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ” এবং অন্তে “নমঃ” সহযোগে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় পূর্ববৎ গোবিন্দের ধ্যান (পৃঃ-৩৬) করিয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

“ওঁ আগচ্ছ পরমানন্দ জগদ্ব্যাপিন্ জগন্ময়।

মদনুগ্রহায় দেবেশ মণ্ডলে কুরু সন্নিধিম্ ॥”

“শ্রীভগবান গোবিন্দদেব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিধেহি,



৪০ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গ্রহাণ।" এইরূপে আবাহন করিয়া ঘোড়শোপচারে শ্রীগোবিন্দের পূজা করিবেন।

প্রধান পূজা—প্রথমে কূর্মমূদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ ধ্যান (পৃঃ-৩৬) করিয়া পুষ্পটি বিগ্রহের চরণে বা শালগ্রাম শিলায় অর্পণ করিয়া সমস্ত উপচার অভ্যুক্ষণপূর্বক অর্চনা করিয়া প্রদান করিবেন।



রজতাসন—একটি পাত্রে রজতাসন রাখিয়া—“এতস্মৈ বৎ রজতাসনায় নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” মন্ত্রে শালগ্রাম শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া নিবেদন যন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ চরাচরমিদং সর্বং যত্র পূর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। তদন্তুহুতমেবেশ আসনং কল্পয়ামি তে ॥ ইদং রজতাসনং ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।”

স্বাগতম্—“ওঁ শ্রীগোবিন্দ ইহ স্বাগতম্। ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়েঃ। তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চমে ॥ ওঁ কৃতার্থোহনুগৃহীতোহস্মি সফলং জীবিতং মম। আগতো

দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ ॥ ওঁ সুস্বাগতম্ ॥” এইরূপে সমস্ত উপচার অভ্যুক্ষণ ও শোধন করিয়া প্রদান করিবেন।

পাদ্যম্—পাদ্য জল লইয়া পূর্ববৎ প্রোক্ষণ ও অর্চনাপূর্বক—“এতৎ পাদ্যম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্মলে ব্রহ্মরূপিণী। পুন্যতি তন্তুবা গঙ্গা জগৎ পাদ্যং দদাম্যহম্ ॥ এতৎ পাদ্যম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।”

অর্ঘ্যম্—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনা করিয়া—“ইদমর্ঘ্যম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥ ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিত্তয়ন্তি দিনে দিনে। অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতদ্ দদাম্যহম্ ॥ ইদমর্ঘ্যম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।”

আচমনীয়ম্—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাতে—“ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ আচান্ততীর্থরাজো বৈ যেনাগন্ত্যস্বরূপিণী। দেবায়াসুরনাশায় দদে আচমনীয়কম্। ইদমাচমনীয়কম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

মধুপকম্—যথাবিধি কাংস্যপাত্র, রৌপ্যপাত্র বা স্বর্ণপাত্রে মধু ও দধি সমপরিমাণে লইয়া পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনা করিয়া—“এষ মধুপকঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ সর্বকল্মষহীনায়া পরিপূর্ণসুখায়নে। মধুপকমিমাং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে। এষ মধুপকঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

৪২

পুনরাচমনীয়কম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনা করিয়া—“ইদং পুনরাচমনীয়কম্ ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ উচ্ছিষ্টোহপ্যুচির্নাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিঃ পুণ্ড্রিত ইত্যে তে পুনরাচমনীয়কম্। ইদং পুনরাচমনীয়কম্ ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ॥”

স্নানীয়জলম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনাপূর্বক—“ইদং স্নানীয়জলম্ ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়ার্ণবপ্লুতান্। উজ্জহার ধরামেতাং স্নাপস্মি তনুত্বদা। ইদং স্নানীয়জলম্ ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ॥”

বস্ত্রম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ইদং বস্ত্রম্ ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ। আচ্ছাদনায় সর্বেষাং প্রদদে বাসনী শুভে। ইদং বস্ত্রম্ ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ॥”

আভরণম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ইদমাভরণম্ (স্বর্ণাভরণ হইলে স্বর্ণাভরণম্। রজতাভরণ হইলে রজতাভরণম্) ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ স্বভাবসুন্দরাস্য নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রানি কল্পয়াম্যমরার্চিতঃ। ইদং স্বর্ণাভরণং (বা রজতাভরণং) ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ॥”



গন্ধঃ—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনান্তে—“এম গন্ধঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ । ওঁ সচন্দনতুলসীপত্রম্ ।  
সঙ্গায়নয়জজ্ঞমাঃ । সুগন্ধিবসম্পন্নায় তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্ ॥ এম গন্ধঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

পুষ্পম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ইদং পুষ্পম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ । ওঁ  
তুরীয়বনসজ্বতং নানাওণমনোহরম্ । আনন্দসৌরভং পুষ্পং পুষ্পং পুষ্পং পুষ্পং পুষ্পম্ ওঁ ক্লীং  
গোবিন্দায় নমঃ ॥”

অতঃপর তুলসীপত্র দিবেন । মন্ত্র, যথা—“এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ ওঁ নমস্তু বহুত পদং বিন্দন  
পরমায়নৈ স্বাহা । এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

ধূপঃ—প্রজ্বলিত ধূপ লইয়া পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনান্তে—“এম ধূপঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায়  
নমঃ । ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ । আশ্রয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপঃ পুষ্পঃ প্রতিগৃহ্যতাম্  
এম ধূপঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

দীপম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনান্তে—“এম দীপঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ । ওঁ দূপ্রকাশ  
মহাদীপঃ সর্বতন্তিনিরাপহঃ । সবাহ্যভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ । এম দীপঃ ওঁ ক্লীং  
গোবিন্দায় নমঃ ॥”

৪ নৈবেদ্যম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনান্তে—“এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ । ওঁ

৪৪ সংপত্র-সিদ্ধসুহৃৎবিভাগবিশালোভ ভক্ষণম্। নিবেদনমি দেবদেবীভ্যো নমঃ ॥  
ওঁ ক্রীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

পূজাধীনম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনাতে—“এতৎ পূজাধীনম্ ওঁ ক্রীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

অচমনীয়ম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনাতে—“ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ ক্রীং গোবিন্দায় নমঃ ॥ ওঁ  
আচম্যত্বাং বৈ যোনাগন্ত্যস্বরূপিণী। দেবায়াসুরনাশায় দদে অচমনীয়ম্। ইদমাচমনীয়ম্  
ওঁ ক্রীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

তাম্বুলম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনাতে—“ইদং তাম্বুলং ওঁ ক্রীং গোবিন্দায় নমঃ ॥ ওঁ  
হরং লব্ধং কর্পূরাদি সুনাসিতম্। ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বুলমিদমুত্তমম্। ইদং তাম্বুলম্ ওঁ ক্রীং  
গোবিন্দায় নমঃ ॥”

এইক্রমে সমস্ত উপচার নিবেদন করিয়া—“ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্রীং শিরসে হৃদে। ওঁ  
ক্রাং লিখায় বমট্। ওঁ ক্রৈং কবচায় হুং। ওঁ ক্রৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্রাং অস্ত্রায় হুট্।” মন্ত্র  
অঙ্গন্যাস এবং “ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্রীং তাম্বুলীভ্যাং হুহ। ওঁ ক্রাং মধ্যমভ্যাং বমট্।

ওঁ ক্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লুং করতলপৃষ্ঠাভ্যামদ্বায় ফট্।” মন্ত্রে করন্যাস করিয়া “ওঁ ক্লীং” মন্ত্রে প্রাণায়াম পূর্বক যথাশক্তি “ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।” মন্ত্রে জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

জপ সমর্পণ—এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া—“ওঁ ওহ্যতিওহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাম্মদ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥” মন্ত্র পাঠান্তে জলগণ্ডুষ গোবিন্দের দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশ্যে দিবেন। অতঃপর প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— “ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।  
ভগন্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥  
নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।  
প্রণতঃ ক্রেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”

অতঃপর ধ্যানান্তে ষোড়শোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে লক্ষ্মীর পূজা করিবেন।

লক্ষ্মীর ধ্যান— “ওঁ পাশাঙ্কমালিকান্তোজ সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।  
পদ্মাসনস্থং ধ্যয়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্য-মাতরম্ ॥

গৌরবর্গাং সুকপাং সর্গালদারভূমিতাম।

রৌম্যপদ্মন্যগ্রনরাং বনদাং দর্শিনেন তু ॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে—“এতৎ পাদ্যম্ ওঁ শ্রীং লক্ষ্মী নমঃ।” এইভাবে অর্ঘ্য প্রদর্শিত হইয়া যথাশক্তিপচারে লক্ষ্মীর পূজা করিবেন।

পূজা মন্ত্র—

“ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।”

প্রণাম মন্ত্র—

“ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যানি পদ্মে পদ্মানগরে শুভে।

সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোহস্ত তে

বন্দে বিযুগ্ধ্রিয়াং দেবীং দারিদ্র্য-দুঃখহারিণী।

ক্ষীরোদপুত্রী কেশবকান্তা বিযুগ্ধকঃবিলাসিনী ॥”

লক্ষ্মীর পূজা সমাপ্ত করিয়া আবরণ দেবতাগণের গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

আবরণ দেবতাগণের পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।” এইভাবে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং গোপীজনবল্লভায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শঙ্খায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চক্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পদ্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীবৎসায়



নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও কান্দিন্দো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও নাগার্জুনো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও চাকুহানিন্দো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও রোহিণ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও ভদ্রকাল্যে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও কুম্মিন্দো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও সত্যভাম্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও রাধিকায়ো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও অষ্টসখিভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও সন্দর্ভলো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও অনিরুদ্ধায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও শান্ত্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও শ্রীতি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও সরস্বত্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও কেশবাди দ্বাদশমূর্ত্ত্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও সায়ুধবাহন পরিবারায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও সর্বাভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ও সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।” এইরূপে পূজা সমাপন পূর্বক হোম করিবেন।

## ॥ হোমবিধি ॥

স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত বিধান ক্রমে বহিঃস্থাপনাदि করিয়া কবীর সন্নিধি যবঃ হোম করিবেন।

সম্বন্ধ—“বিনুরোন্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (ফাল্গুনে মাসি বা) অমুক পক্ষে অমুক ত্রিবেদী  
অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রঃ) শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ (বা দাসঃ) শ্রীবিষ্ণু

প্ৰীতিকামঃ অগ্নিন্ শ্ৰীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণপূৰ্ব্বক যজ্ঞংসব কৰ্ম্মাৰ্গীভূত বহুংসব কৰ্ম্মনি  
ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্ সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীৰ চকুৰাততন্ স্বাহেতি মন্ত্ৰকরণকাঠোড়র  
শতসংখ্যক (অষ্টাবিংশতি সংখ্যক বা) সাজ্য করবীর পুষ্প সমিধিহোমনহং করিম্যে।” (পরার্থ—  
করিষ্যামি)।

শ্ৰীহ্রীসোমোলোংসব বিধি

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সমিধের অর্চনা করিবেন। যথা—“এতস্মৈ বং সাজ্য করবীর সমিধ্যো  
নমঃ।” মন্ত্ৰে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে সাজ্য করবীর সমিধ্যো নমঃ।” মন্ত্ৰে  
গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” মন্ত্ৰে  
গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতৎ সম্প্রদানায় গোবিন্দায় নমঃ।” মন্ত্ৰে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া একটি  
করবীর সমিধ ঘৃতযুক্ত করিয়া—“ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্, সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীৰ চকুৰাততন্  
ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় স্বাহা।” মন্ত্ৰে হোম করিবেন।

এইক্রমে সমিধ দ্বারা হোম সমাপ্ত করিয়া ঘৃত সহযোগে নিম্নলিখিত মন্ত্ৰে হোম করিবেন।  
যথা—

“ওঁ কুশ্মাণ্ডহৃতিরাতয়ো রেতা মাং সমৃদ্ধয়ে। অগ্নির্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বং হসঃ  
স্বাহা ॥১॥”

প্রীতিকামঃ অগ্নিন্ শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক যদ্বৎসব কৰ্ম্মাঙ্গীভূত বহুৎসব কৰ্ম্মণি  
ওঁ তদ্বিষেগঃ পরমং পদম্ সদাপশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীৰ চক্ষুরাততম্ স্বাহেতি মন্ত্রকরণকণ্টেভ্র  
শতসংখ্যক (অষ্টাবিংশতি সংখ্যক বা) সাজ্য করবীর পুষ্প সমিদ্ধিহোমনহং করিষ্যে।” (পরার্থে—  
করিষ্যামি)।

সিদ্ধিদোলোৎসব বিধি

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সমিধের অর্চনা করিবেন। যথা—“এতস্মৈ বং সাজ্য করবীর সমিদ্ধো  
নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে সাজ্য করবীর সমিদ্ধো নমঃ।” মন্ত্রে  
গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” মন্ত্রে  
গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতৎ সম্প্রদানায় গোবিন্দায় নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া একটি  
করবীর সমিধ ঘৃতযুক্ত করিয়া—“ওঁ তদ্বিষেগঃ পরমং পদম্, সদাপশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীৰ চক্ষুরাততম্  
ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় স্বাহা।” মন্ত্রে হোম করিবেন।

এইক্রমে সমিধ দ্বারা হোম সমাপ্ত করিয়া ঘৃত সহযোগে নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবেন।  
যথা—

“ওঁ কুশ্মাণ্ডহতিরাতয়ো রেতা মাং সমৃদ্ধয়ে। অগ্নির্গা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বং হসঃ  
স্বাহা ॥১ ॥”

"ওঁ যদেবা দেবহোমনং দেবানামচকৃমাৎ। বাসুদেবা তস্মাদেনাসৌ বিদ্বান্ মুপদ্ব্যং হসঃ  
স্বাহা ॥২॥"

"ওঁ যদি দিবা যদি নক্তমেনাংসি চকৃমাৎ। সুমো মা তস্মাদেনাসৌ বিদ্বান্ মুপদ্ব্যং হসঃ  
স্বাহা ॥৩॥"

"ওঁ যে দেবা দেব ইহতে তস্মাৎ হুং দেবঃ এমঃ। বৃহস্পতি হুং তস্মাদেনাসৌ বিদ্বান্ মুপদ্ব্যং হসঃ  
স্বাহা ॥৪॥"

অতঃপর বিষ্ণুপত্র দ্বারা—"শ্রীং লক্ষ্মীদেবৌ স্বাহা।" এবং ঘৃত দ্বারা—"অমরবর্ণ দেবতাজ্জ্বলা  
স্বাহা।" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম সমাপনান্তে পূর্বদিকে পূর্বস্থাপিত বাঁশের প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত বেড়ার  
ঘরের নিকটে গিয়া বহুৎসব কৰ্ম করিবেন।

বহুৎসব বিধি—বেড়ার ঘরের নিকট গমন করিয়া নারায়ণকে (রাধাগোবিন্দকে) স্থাপন  
করিবেন। গৃহের মধ্যে পূর্ব হইতে জীবন্ত মেষ, বা পিষ্টক নির্মিত মেষ অথবা মূর্খীর নির্মিত মেষ  
স্থাপন করিবেন। তৎপরে আচমনাদি করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—"কর্তব্যোহস্মিন্  
শ্রীরাধাগোবিন্দস্য ফলুৎসব কৰ্ম্মাসীদ্ধত বহুৎসব কৰ্ম্মাণি।" ইত্যাদি। অতঃপর স্ব স্ব বেদোক্ত বা  
যজ্ঞমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠপূর্বক সঙ্কল্প করিবেন।

বেদোৎসব-৪



যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রীতিকামঃ ফলুৎসব কৰ্ম্মাসীতুত মেঘমন্দিরদাহনপূর্বক বহুৎসব কৰ্ম্মাহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)।

অতঃপর স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠান্তে যথাশক্তি উপচারে—“ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক কুশোদকে সেই ঘর প্রোক্ষণপূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতঃ সেই ঘরে অগ্নি সংযোগ করিবেন। যথা—

“ওঁ বিষ্ণুরুদ্রসমুদ্ভূত মহাসন হৃতাশন।

মেঘমন্দির দাহেহত্র সমুদ্ভূতশিখো ভব॥

প্রদক্ষিণেন ধাবন্তঃ কৌতুকাৎ সহ বিষ্ণুনা।

প্রদক্ষিণং দক্ষিণাঙ্গে কুরু কৃষ্ণ বিশেষতঃ॥”

অতঃপর নৃত্য-গীতাদি সহকারে গোবিন্দকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া স্কন্ধে লইয়া, সেই গৃহকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইবেন। অতঃপর অগ্নিহোমধারণ ও বৈতণ্য সমাধান করিবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—“ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণ ফলুৎসব কর্ম্মসিদ্ধত  
বহুৎসব কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত।”

বৈগুণ্য সমাধান—দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া—“ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীভগবদ্  
গোবিন্দস্য অধিবাস-দোলারোহণ-ফলুৎসব-কর্ম্মসিদ্ধত বহুৎসব কর্ম্মাণি যদ্বৈগুণ্যং ভ্রাতং  
তদদৌষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণ মহং করিষ্যে ॥” মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া দশবার—  
“ওঁ বিষ্ণু” মন্ত্র জপ করিবেন। তৎপরে ভগবান গোবিন্দকে দোলমঞ্চে আনিয়া দোলাইবার উপযুক্ত  
পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া তদুপরি শয়ন করাইয়া গীত-বাদ্যাদি ও নানাসংকীর্্তন দ্বারা  
রাত্রি যাপন করিবেন।

—ইতি অধিবাস ও বহুৎসব সমাপ্ত—

## ॥ দেবদোল ॥

বহুৎসবের পরদিন অরুণোদয়ের পূর্ব্বে শৌচাদি ক্রিয়া এবং স্নানাди সমাপনান্তে প্রাতঃসঙ্ক্ৰাদি  
সমাপ্ত করিবেন। তৎপরে শ্রীগোবিন্দকে ঘৃত এবং সুগন্ধাদি শীতল জলে স্নান করাইয়া বেশভূষা

৫৮ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া মণ্ডপেব চতুঃপার্শ্বে একবিংশতিবার অর্থাৎ একশবার প্রদক্ষিণ করাইয়া বেদিকার উপর স্থাপন করিবেন।

অতঃপর আসনে উপবেশন পূর্বক আচমন করিবেন। যথা—গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে মাষমগ্ন পরিমাণ জল গণ্ডুষ লইয়া তিনবার পান করিবেন এবং তিনবার বলিবেন “ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ॥” অতঃপর বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—করজোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ ভহিকোঃ পরমং পদম্, সদাপশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততম্। ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব সর্বকার্যেষু মাধবম্॥ শ্রীমাধবঃ, শ্রীমাধবঃ, শ্রীমাধবঃ। ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেন্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্যং সর্বকর্মাণি কারয়েৎ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ॥” অতঃপর স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) আতপ তণ্ডুল লইয়া বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক পাঠ করিবেন। যথা—

“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদি পূজাপূর্বক শ্রীগোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বকং ফলুৎসব কৰ্ম্মণি,

ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মহু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মহু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মহু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং॥”

“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদি পূজাপূর্বক শ্রীগোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বকং ফলস্বংসব কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্মহু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্মহু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্মহু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥”

“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদি পূজাপূর্বক শ্রীগোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বকং ফলস্বংসব কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রহ্মহু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রহ্মহু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রহ্মহু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥”

অতঃপর তাম্রপাত্রের (কুশীর) আতপ তড়ুল নিকিরণ করিতে করিতে ঘটাপ্রদানি সহকারে স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজ্ঞমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ-৮) পাঠ করিবেন।

অতঃপর সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—করবোড়ে পাঠ্য। যথা—“ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সঙ্কোভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনোদিকপতির্ভূমিরাকাশঃ খচরামরাঃ। ব্রাহ্মণঃ শাসনমাস্থায় কল্লম্বমিহ সন্নিধিম্॥”

৫৩

অনন্তর সঙ্কল্প করিবেন।



সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) তিল, কুশত্রি পত্র, হরীতকী, তুলসী, আতপ তণুল, জল ও পুষ্পাদি লইয়া বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদনপূর্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য ফাহুনে মাসি (বা অমুকৈ মাসি) পৌর্ণমাস্যাতিথৌ (অমুক তিথৌ বা) অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য) শ্রীঅমুকস্য শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ যথোক্ত বিধিনা শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক ফলুংসব কর্মাহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)।

অতঃপর অধিবাস ক্রিয়া পদ্ধতি বিধানে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে সঙ্কল্পসূত্র পাঠ করিবেন। (পৃঃ-১০)। অনন্তর সামান্যার্ঘ্য স্থাপনাদি সমস্ত কার্য পূর্বোক্তরূপে সমাধা করিয়া অগ্ন্যাস এবং করন্যাস করিবেন।

অগ্ন্যাস—“ওঁ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা। ওঁ ক্লুং শিখায়ৈ ববট্। ওঁ ক্রৈং কবচায় হং। ওঁ ক্রৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ॥”

করন্যাস—“ওঁ ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ক্লুং মধ্যমাভ্যাং ববট্। ওঁ ক্রৈং অনামিকাভ্যাং হং। ওঁ ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ॥”  
অতঃপর ব্যাপক ন্যাস করিবেন।

ব্যাপকন্যাস—“ক্লীং” মন্ত্রে সাতবার, পাঁচবার অথবা কন্যাপক্ষে তিনবার ব্যাপকন্যাস করিয়া কুর্মমূদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবেন।

গোবিন্দের ধ্যান— “ওঁ রত্নমুক্তাহারভার সদাশোভিতবক্ষম্।  
 অনর্ঘ্যরত্নঘটিতং কুণ্ডলোদ্ভাসিতশ্রুতিম্॥  
 যথাস্থানং যথাসোভং দিব্যালঙ্কাররঞ্জিতম্।  
 বিকচাম্বুজমধ্যস্থং বিশ্বধাত্র্যা শ্রিয়াযুতম্॥  
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্।  
 সুপ্রসন্নং সুনাসঞ্চ পীনবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্॥  
 পুরাব্যোমস্থিতৈর্দেবৈর্ব্রহ্মাদৈশ্চৈব কিমরৈঃ।  
 কৃতাঞ্জলিপুটের্ভক্ত্যা জয়শব্দৈরভিস্তুতম্॥  
 গন্ধকৈর্বরঙ্গরোভিশ্চ কিমরৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ।  
 হাহা হুহু প্রভৃতিভিঃ সত্বরং দিব্যগায়নৈঃ॥  
 অহং পূর্বিকয়া নৃত্যগীতবাদিত্রকাদিভিঃ।  
 নেত্রাম্বুজসহশ্ৰৈস্তু পূজ্যমানং মুদাস্থিতৈঃ॥

বিকিরতিঃ সৰ্বদিক্ গন্ধচন্দনজং রজঃ।

উপবিশ্যাত্ গোবিন্দং পূজয়েৎ ত্রিরূপায়নৈঃ॥

বল্লবীকৃন্দমধ্যস্থঃ কদম্বতরুমূলকে।

হাবহাস্যবিনাসৈশ্চ ত্রীড়মানং বনাস্তরে।

গোপীভিশ্চৈব গোপালৈর্লীলাদোলিতযানগম্॥

এইরূপে ধ্যানপূর্বক মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ স্থাপনপূর্বক অধিবাস বিধি অনুসারে পীঠদেবতার পূজা (পৃঃ-৩৮) করিয়া পুনর্ধ্যানান্তে মন্ত্র পাঠ সহকারে আবাহন করিবেন। যথা—

“আগচ্ছ পরমানন্দ জগদ্ব্যাপিন্ জগন্ময়।

মমানুগ্রহায় দেবেশ মণ্ডলে কুরু সন্নিধিম্॥”

“শ্রীভগবদ্ গোবিন্দদেব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ষোড়শোপচারে শ্রীগোবিন্দের অধিবাস বিধি অনুসারে পূজা করিবেন। যথা—(পৃঃ-৪০) দেখুন। এইরূপে পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—

“ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥”

অতঃপর লক্ষ্মীর ধ্যানান্তে “ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেবো নমঃ।” মন্ত্রে লক্ষ্মীর ঘোড়শোপচারে বা যথাসাধ্য উপচারে পূজা করিয়া আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন (পৃঃ-৪৬)। অতঃপর আরত্রিক করিয়া ফল্গুচূর্ণ প্রদান করিবেন।

ফল্গুচূর্ণ (আবীর) দান—“এতস্মৈ ফল্গুচূর্ণায় নমঃ।” মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ফল্গুচূর্ণায় নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” মন্ত্রে শালগ্রাম শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীভগবদ্ গোবিন্দায় নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দেবতার অঙ্গে ফল্গুচূর্ণ (আবীর) প্রদান করিবেন। মন্ত্র, যথা—

“ফল্গুত্বং সর্বদেবানাং শিরোধার্যোহপি সর্বদা।

হরেঃ প্রীতিস্থয়া কার্য্য নমস্তেহরুণতেজসে॥

দামোদরং হৃবীকেশং লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে।

গোবিন্দ দোলয়ামি ত্বাং সুগ্রীতো ভব কেশব॥



নারায়ণং জগন্নাথং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্।  
 লীলয়া খেলয়া দেবং গোপীভিঃ পরিবারিতম্॥  
 গোপীভির্বেষ্টিতো নাথঃ খেলয়ৎ পরমেশ্বরম্।  
 লোকযাত্রোহিতার্থায় ফল্লুদানং করোম্যহম্॥  
 ফল্লুং গৃহাণ দেবেশ ত্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।  
 শোভার্থং তে শরীরস্য স্বেচ্ছয়া চাত্র দোলয়ে॥  
 পুরা দেবাসুরে যুদ্ধ ব্রহ্মণা নির্মিতং স্বয়ম্।  
 অসুরাণাং বিনাশায় গৃহু ফল্লুং সুরোত্তম॥  
 কল্যাণং কুরু মে দেব গৃহাণ ফল্লুমুত্তমম্।  
 তৎপ্রসাদাজ্জগন্নাথ তব পূজাং করোম্যহম্॥  
 জগন্নাথাচ্যুতানন্ত জগদানন্দবর্দ্ধকঃ।  
 ফল্লুত্রীড়াভিরেতাভিঙ্গাহি মাং ভবসাগরাৎ॥  
 জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় চাগুরসূদনঃ।  
 ফল্লুত্রীড়াভিরেতাভিঙ্গাহি মাং ভবসাগরাৎ॥

জয় গোপীমুখান্তোজ-মধুপানমস্ত-মদুভত।  
ফল্লত্রীড়াভিরেতাভিস্তাহি মাং ভবসাগরাৎ॥  
জয় দেব দিনেশান রজনীশ বিলোচন।  
নিরাকার নিরাভাস নিৰ্ভণং ত্রাহি মাং প্রভো॥”

প্রার্থনা মন্ত্ৰ শেষ করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া সপ্তবার অন্ন অন্ন দোলা দিবেন।  
অতঃপর সূর্যোদয়ের তিন মুহূর্ত্ত পরে সঙ্গকালে সামান্যার্থ্য এবং ন্যাসাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক  
ধ্যান করিবেন। যথা—

গোবিন্দের ধ্যান— “ওঁ ফুল্লেন্দী বরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং।  
শ্রীবৎসাক্ষমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্॥  
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত তনুং গো-গোপসংঘাবৃতম্।  
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাসভুষং ভজে॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে—“ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।” এবং “ওঁ শ্রীং লক্ষ্মী নমঃ।” মন্ত্ৰে  
ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে গোবিন্দের ও লক্ষ্মীর পূজা করিয়া সপ্তবার দোলা দিবেন।

৫ অতঃপর মধ্যাহ্নকালে বিদ্বৎকে দোলা হইতে অবতরণ করাইয়া—“ফুল্লেন্দী বরকান্তি”



প্রণমোহং সদা দেবং সর্বকামার্থ সিদ্ধয়ে।  
প্রণমামি সদা দেবং বাসুদেবং জগৎপতিম্॥

## প্রার্থনা মন্ত্র

ত্ৰাহি মাং সৰ্বলোকেশ হরে সংসারসাগরাং।  
ত্ৰাহি মাং সৰ্বপাপঘ্ন দুঃখ-শোকাৰ্ণবাং প্রভো ॥  
সৰ্বলোকেশ্বর ত্ৰাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে।  
দেবকীনন্দন শ্রীশঃ হরে সংসারসাগরাং ॥  
ত্ৰাহি মাং সৰ্বপাপঘ্ন দুঃখ-শোকাৰ্ণবাক্ষরে।  
দুৰ্গদ্রাং তাররসে বিযো যে স্মরতি স কুং স কুং ॥  
সোহহংদেবাতিদুৰ্ভুতত্ৰাহি মাং শোকসাগরাং।  
পুঙ্করাস্ক নিমগ্নোহং মায়া-বিজ্ঞান-সাগরে ॥  
ত্ৰাহি মাং দেবদেবেশ ত্বজো নান্যেহস্তি রক্ষকঃ।



যাযান্যে যচ্চ কৌমারে বার্কক্যে যচ্চ যৌবনে।

তৎ পুণ্যং বৃদ্ধিমাশ্নোতি পাপং হর হলায়ুধ ॥

অতঃপর দক্ষিণান্ত করিবেন।

দক্ষিণান্ত—একটি পাত্রে দক্ষিণাদ্রব্য রাখিয়া—“এতস্মৈ বং কাঞ্চনমূল্যায় (রজত খণ্ডায়, হরীতকী ফলায় বা) নমঃ” এই মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজত খণ্ডায়, হরীতকী ফলায় বা) নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীভগবদ্ গোবিন্দায় নমঃ।” এইরূপে অর্চনা দি করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠান্ত্রে উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীভগবদ্ গোবিন্দ শ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ শ্রীভগবদ্ গোবিন্দ দোলারোহণপূর্ব্বক ফলুৎসব কর্ম্মাসীভূত অধিবাস-ফলুৎসব, বহুৎসবাদি কর্ম্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং (রজত খণ্ডং, হরীতকী ফলং বা) শ্রীভগবদ্ গোবিন্দায় বৃত্ত্যনহং সম্প্রদাদে।” (পরার্থে—দদানি)।

অতঃপর এইরূপে ব্রাহ্মণের দক্ষিণাদির অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণান্ত করিবেন। মন্ত্র সমস্ত একই প্রকার। শুধুমাত্র 'শ্রীভগবদ্ গোবিন্দায়' স্থলে 'যথা সম্ভব গোত্রনাশে ব্রাহ্মণায়াহং দদে' (পরার্থে—দদানি)।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—“ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক বহুৎসব কর্ম্মচ্ছিদ্রমস্তু।”

বৈগুণ্য সমাধান—দক্ষিণ হস্তে জল গণ্ডুষ লইয়া—“ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক বহুৎসব কার্যাদিভূত সর্ব কর্ম্মাণি যদ্যদ বৈগুণ্যং জাতং তদদোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।” মন্ত্র পাঠান্তে জল গণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া দশবার—“ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ” মন্ত্র জপ করিবেন।

—ইতি দোলোৎসব বিধি সমাপ্ত—



## ॥ ফর্দ্দালা ॥

সিঁড়ি, সিঁদুর, তিল, হরিতকী, বরণডালা, শ্রী, মাষকলাই, শ্বেতসরিষা, বিষ্ণুর জোড়, মণ্ডপসজ্জার দ্রব্যাদি, পতাকা ও কলাগাছ। পুষ্পমালাদি, আদীর, ধূপ, কর্পূর, প্রদীপ, পুষ্প, তুলসী, দুর্বা, বিষ্ণুপত্র, সাদাসূতা, বাঁশ, খড়, লতাপাতা, পিষ্টক নির্মিত বা জীবন্ত অথবা ক্ষীর নির্মিত মেঘ-১, আসন অঙ্গুরীয়, মধুপর্ক বাটি-১, মধু, গব্যঘৃত, দধি, দুগ্ধ, নৈবেদ্য-২, কুচা নৈবেদ্য-১, উপকরণাদি, ছানা-মাখন, শ্রীগোবিন্দের বস্ত্র-১, লক্ষ্মীর শাড়ী-১, শ্রীগোবিন্দের সাজসজ্জা, ভোগের দ্রব্যাদি, পান, সুপারী, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের বস্ত্রখণ্ড, করবীর সমধি, অভাবে উড়ুঘর সমধি, গন্ধদ্রব্য, প্রদীপ, আরতির দ্রব্য, দ্বারঘট-২, আশ্রপল্লব-২, সশীব ডাক-২, প্রতিমা থাকিলে বা নির্মিত প্রতিমাস্থলে তাঁহার দ্রব্যাদি। প্রয়োজনানুসারে পুরোহিতগণ পরিবর্তিত করিয়া লইবেন।